দৈনিক খবর

তারিখ ...05 NOV 1989 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২ ...

14

এইচএসসি পরীক্ষার ফল

১৯৮৯ সালে অনুষ্ঠিত এইচএসসি পরীক্ষার ফল সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। এ বছরের এইচএসসি অর্থাৎ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় চারটি শিক্ষা বোর্ড থেকে মোট ৩ লাখ ১৫ হাজার ৮শ' ৮৯ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করেছিলো। তন্মধ্যে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা মাত্র ৭৮ হাজার ৪শ' ৫২ জন। অর্থাৎ চার বোর্ড মিলিয়ে ছাত্র-ছাত্রীর গড় পাসের হার হচ্ছে ২৪ দশমিক ৮৪ ভাগ। বোর্ড ওয়ারী পরীক্ষার ফল হচ্ছেঃ ১। ঢাকা বোর্ড, পাসের হার- ২৫ দশমিক ২৫; ২। কুমিল্লা বোর্ড, পাসের হার- ২৬ দশমিক ৮৮; ৩। রাজশাহী বোর্ড, পাসের হার- ২৬ দশমিক ৬৭; ৪। যশোর বোর্ড, পাসের হার- ১৯ দশমিক ৪৭।

এ বছর এইচএসসি পরীক্ষায় গড় পাসের উপরোক্ত হার থেকেই বোঝা যায় পরীক্ষার ফলাফল খুবই হতাশাব্যঞ্জক। সব শিক্ষা বোর্ডেরই ফলাফল নৈরাশ্যজনক। তবে যশোর বোর্ডের ফলাফল অবিশ্বাস্য রকম খারাপ। নিকট অতীতে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে এত খারাপ ফলাফল হয়েছে বলে মনে পড়ে না। পরীক্ষায় সকল পরীক্ষার্থী পাস করবে বা ভালো ফল করবে এটা অবাস্তব চিন্তা। তবে এটা ঠিক যে, ফেল করার জন্যে পরীক্ষা নয়। পরীক্ষা হচ্ছে মেধা মূল্যায়নের একটা ব্যবস্থা। অর্থাৎ ছাত্র-ছাত্রীরা নিয়মিত ক্লাস করেছে কিনা, পাঠ্য বিষয় পড়ে কিছু শিখতে পেরেছে কিনা, শিখলেও কতটা কিভাবে শিখেছে তার মূল্যায়ন হয় পরীক্ষার মাধ্যমে। আমাদের প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে। অনেকে পরীক্ষা পদ্ধতির আমূল সংস্কারের কথা বলেছেন এ ব্যবস্থার নানা ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রশ্ন তুলে। আমরা সে বিতর্কে আপাততঃ যাবো না। শুধু এটুকু বলবো, পরীক্ষা পদ্ধতি যে রকমটাই থাকুক, ক্লাসের লেখাপড়া যদি ভালো হয়, ছাত্র-ছাত্রীরা যদি পড়াশুনার ব্যাপারে মনোযোগী হয় এবং পরিশ্রম করে তাহলে কোন ছাত্র-ছাত্রীরই পরীক্ষায় ফেল করার কথা নয়। কেননা, এসব পরীক্ষায় পাস করার মত মেধা সকল ছাত্র-ছাত্রীরই থাকে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া। অর্থাৎ মনোযোগী ও দায়িত্বশীল ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে কোন পরীক্ষাই বাধা বা প্রতিবন্ধকতা নয়। ঠিকভাবে পড়াশুনা করলে যে কোন স্টাইলের পরীক্ষাতেই শিক্ষার্থীরা ভালো ফল করতে পারে। পড়াশুনার জন্যেই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে এবং প্রায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই পাঠ্যদানের ক্ষেত্রে মোটামুটিভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ। তাই ফেলের চেয়ে পাসের হারই বেশী হওয়া উচিত। উন্নত ও শিক্ষিত দেশগুলোতে সেটাই হয় সাধারণতঃ। পাসের হার সব সময়ই বেশী থাকে। ফেলের হার থাকে খুব কম। কিন্তু আমাদের দেশে, বিশেষ করে এসএসসি, এইচএসসি এবং স্নাতক পর্যায়ের পরীক্ষাগুলোতে এর উল্টোটিই ঘটে। যেমন- এবারের এইচএসসি পরীক্ষার কথাই ধরা যাক। পাসের হার যেখানে ২৪ দশমিক ৮৪ ভাগ, ফেলের হার সেখানে ৭৫ দশমিক ১৬ ভাগ। প্রশ্ন জাগে স্বাভাবিক কারণেই যে, ছাত্র-ছাত্রীরা কি তবে ফেলের জন্যেই কলেজে ভর্তি হয়?

নিশ্চয়ই তা হয় না। এবং এও সত্য যে, ফেলের জন্যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। তাহলে ফলাফল এত খারাপ হওয়ার কারণ কি? শিক্ষা বোর্ড নিশ্চয়ই কোন 'মোটিভ' নিয়ে লাখ লাখ ছাত্র-ছাত্রীকে ফেল করিয়ে দেয়নি। শিক্ষা বোর্ডের কাজও সেটা নয়। শতকরা একশ' ভাগ পরীক্ষার্থী যদি পাস করার মত পরীক্ষা দিয়ে থাকে তাহলে পরীক্ষার্থীদের পাস করিয়ে বোর্ড কর্তৃপক্ষ ধন্যই হবেন। ছাত্র-ছাত্রীরা পাস নম্বর পেলে বোর্ড কর্তৃপক্ষ কেন তাদের ফেল করাতে যাবেন? আসলে যেটা ঘটেছে সেটা হলো নকল প্রতিরোধে কর্তৃপক্ষ এবার কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। আর তারই ফলশ্রুতিতে পরীক্ষার ফলাফল হয়েছে এতটা খারাপ এবং নৈরাশ্যজনক। শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম সাংবাদিক সম্মেলনে এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করতে গিয়ে নিজেই মন্তব্য করেছেন, 'এবার কোন ছাত্র-ছাত্রী নকল করতে পারেনি বলেই পরীক্ষায় পাসের হার কম হয়েছে।'

শিক্ষামন্ত্রীর এই উক্তি দ্বারা এটাই প্রতিপন্ন হয় যে, নকল প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে না পারলে পাসের হার বাড়তো। শিক্ষামন্ত্রী যদি সে ধরনের সন্দেহ পোষণ করে থাকেন তাহলে তাঁর সে সন্দেহ যে অমূলক নয় সে কথা বলাই বাহুল্য। কারণ, পরীক্ষায় নকল সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কাহাতক বেড়েছে সে সম্পর্কে আমরা প্রত্যেকেই কম-বেশী ওয়াকেফহাল রয়েছি। রাজধানী ঢাকা বা এরকম দু'একটি শহর ছাড়া দেশের সকল জায়গার পরীক্ষা কেন্দ্রেই রীতিমত ফ্রি স্টাইলে নকল হয়। এমনকি নকলের ব্যাপারে অভিভাবক থেকে শুরু করে শিক্ষকদের পর্যন্ত জড়িত থাকতে দেখা যায়। অবস্থা সকল ক্ষেত্রে এক রকম না হলেও নকলবাজি যে সর্বত্রই চলে এটা মিথ্যে নয়। তফাৎ শুধু ডিগ্রীর। অর্থাৎ কোথাও বেশী কোথাও কম। আর এই নকল প্রবণতার জন্যেই ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে এক অদ্ভুত মানসিকতা আজ শিকড় গেড়ে বসেছে। তাহলো পড়াশুনা না করে পরীক্ষা দেয়ার মানসিকতা বস্তুতঃ মুষ্টিমেয় ছাত্র-ছাত্রী ছাড়া বৃহৎ সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যেই এই মানসিকতা সংক্রামক ব্যাধির মত ছড়িয়ে পড়েছে। বৃটিশ আমলেও পরীক্ষা কেন্দ্রে নকল হতো। তবে একটি পরীক্ষা কেন্দ্রে হয়তো এক-আধ জনের বেশী নয়। পাকিস্তান আমলে সামরিক শাসক আইয়ুব খান স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর উদ্দেশ্যমূলকভাবে বই আর পাঠ্য বিষয়ের চাপ বাড়িয়ে দিয়ে শিক্ষার্থীদের পরোক্ষভাবে পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন করতে উৎসাহিত করলেন। সেই আমল থেকেই শুরু হলো গণ-টোকাটুকির পালা। প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা নেয়া হলো না। স্বাধীনতার পরেও তা চলতে থাকলো অপ্রতিরোধ্য গতিতে। ছাত্ররা ক্রমশঃ ভাবতে শিখলো পরীক্ষায় নকল করা কোন অপরাধ নয়; বরং এটা তাদের অধিকার। সেজন্যে পরীক্ষায় নকল করেই তারা ক্ষান্ত থাকেনি, ক্ষেত্র বিশেষে তারা নকল করার দাবীতে মিছিলও করেছে। এমনকি কোথাও কোথাও নকল করার ব্যাপারে বাধা পেয়ে শিক্ষকদের লাঞ্ছিত পর্যন্ত করেছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার লোকদের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হয়েছে অনেক সময়। এসব ঘটনা প্রত্যক্ষ করে বিবেকবান মানুষ হয়েছে হতবাক এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় যে শিক্ষার ওপর ভর করে কোন জাতিকে মেরুদন্ড সোজা করে দাঁড়াতে হয় সেই শিক্ষা নিয়েই যদি চলে এরকম বীভৎস ও ন্যায়-নীতি বিরোধী কার্যকলাপ তাহলে জাতির ভবিষ্যৎ বলে কিছুই থাকে না। কেননা, জাতির ভবিষ্যৎ তো ছাত্র সমাজ। এই ছাত্র সমাজই যদি শিক্ষা জীবনে অসৎ পথ অবলম্বন করে নষ্ট হয়ে যায় তাহলে জাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদী হওয়ার অবকাশ কোথায়?

সেদিক থেকে নকল প্রতিরোধে বর্তমান সরকারের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। গত এসএসসি পরীক্ষাতেও নকল প্রতিরোধের জন্য সরকার কড়া ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। কিছুটা সফলও হয়েছিলেন কর্তৃপক্ষ। পরীক্ষা কেন্দ্রে নকল বন্ধের ব্যাপারে সর্ব মহল কঠোর মনোভাব গ্রহণ করলে আস্তে আস্তে নকল প্রবণতা দূর হবে এটা সত্য। কিন্তু সেই সাথে এটাও ভেবে দেখার বিষয় নকল কেন হচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যদি পড়াশুনা ভালো হয়, তাহলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভের মান সমান সুযোগ থাকে ও শিক্ষকরা দায়িত্ব নিয়ে ছাত্রদের লেখাপড়া করান, শিক্ষাঙ্গনের সুষ্ঠু পরিবেশ যদি বজায় রাখা সম্ভব হয়, সর্বোপরি পড়ার চাপ কিছুটা শিথিল করা যায়- তাহলে ছাত্র-ছাত্রীরা নকল করে পরীক্ষা পাসের মানসিকতা ত্যাগ করবে বলে আশা করা যায়। আমরা শিক্ষা ক্ষেত্রে সে রকম পরিবেশ সৃষ্টির ওপর গুরুত্ব আরোপ করছি। সেই সাথে শিক্ষিত বেকারদের কর্মসংস্থানের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণেরও পরামর্শ দিচ্ছি। কেননা, আমরা মনে করি, শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যাও পরীক্ষায় নকল প্রবণতা বৃদ্ধির একটা অন্যতম কারণ। অতএব, সকল দিক বিবেচনা করেই দেশের পরীক্ষা ব্যবস্থাকে এমনভাবে ঢেলে সাজাতে হবে যাতে নকল সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয় এবং পরীক্ষায় পাসের হারও হয় সন্তোষজনক।